দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 01 SEP 1996

পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

130

শিক্ষাঙ্গনে

শিক্ষা ও নৈতিকতা

সভ্যতার অনুসন্ধানে যা কিছু পাওয়া যায় তাই শিক্ষা। শিক্ষাই মানুষকে সভ্যতার উচ্চতার আসনে আসীন করে। পোশাক ব্যতীত যেমন মানুষ সোভাবিত হয় না তদ্রুপ সভ্যতা ব্যতীত মানুষের মনুষত্ব অর্জিত হয় না।

সভ্যতা অর্জন করতেই মানুষকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমেই সভ্যতাকে পাওয়া যায়। মানুষকে সভ্যতার উচ্চ আসনে আসীন করাই শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। একটি দালানকে বিভিন্ন নকশা চিত্রকলা অঙ্কনে যে রূপ সৌন্দর্যময় করে তোলা হয় তদ্রুপ মানবজাতিকে শিক্ষার মাধ্যমে সৌন্দর্যময় করে গড়ে তোলা হয়। তাই শিক্ষা মানব জাতির মেরুদণ্ড ও পোশাক। সৃষ্টি জগতে মানব জাতিই সর্বশ্রেষ্ঠ ও প্রতিনিধিত্বশীল। তাই এই শ্রেষ্ঠ জাতিকে শ্রেষ্ঠত্বময় জীবন-যাপন করতে হবে। এই জীবন-যাপনের পার্থক্য করার জন্যই শিক্ষার প্রয়োজন। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, পাথরী ও লৌহ যুগের মানব জাতির মধ্যে আর বন্য পশুর মধ্যে কোন প্রভেদ ছিল না। আজ শিক্ষাই মানব জাতিকে সভ্যতার উচ্চতর আসনে আসীন করেছে।

মানব জাতি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি ও সেরা পতিনিধি— তারাই পৃথিবীকে সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত করবে।

আজকের শিক্ষালয়ে যেরূপ শিক্ষার প্রচলন চলছে তৎকালীন পাথরী ও লৌহযুগের নিয়মনীতির আজো তেমন কোন উললেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেনি।

শিক্ষার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন সভ্যতার বিকাশ ঘটানো কিন্তু আজ শিক্ষাঙ্গনে যে পদ্ধতি চালু রয়েছে তাতে সভ্যতার নাম মাত্র নেই। ছাত্র সমাজ দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার। এরাই দেশকে সভ্যতার আলোকে পরিচালিত করবে।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় মুসলিম জাতিই পৃথিবীর সভ্যতার শিক্ষাগুরু। তাদের কৃষ্টি-সভ্যতাই পৃথিবীকে সৌন্দর্যের ছাঁচে ঢালাই করে সাজিয়েছে। মুসলমানরাই ছিল মানবতার দিশারী। মুসলমানদের সোনালী যুগের শিক্ষার ইতিহাসে ভেসে উঠে সোনালী দিনের রূপছায়া।

আজকের ছাত্র সমাজের পাওয়ার কথা ছিল সেই সোনালী দিনের সোনার হরিণের মতো সভ্যতার আসনে কিন্তু তাদেরকে পাওয়া যায় লৌহ ও পাথর যুগের মানব সভ্যতাহীনের আসনে। যে ছাত্রসমাজ দেশ তথা জাতিকে আদর্শবাদিতায় গড়ে তোলে সমাজ ও দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করার কথা আজ সে ছাত্র সমাজই দুর্নীতি, অন্যায়, অবিচার, অত্যাচারের নায়ক বা শিক্ষাগুরু।

আজকে ডাকাতি, হাইজ্যাক, ব্যাংকলুট, বোমাবাজি, সন্ত্রাস, জীবননাশ ইত্যাদি সব অপকর্মেই তারা অগ্রপথিক।

ছাত্র সমাজেরই সমাজ তথা দেশ থেকে এই দুর্নীতি বিদূরীত করার কথা ছিল।

আজকে ছাত্র সমাজকে আদশহীন হওয়ায় জাতি সম্মানের দৃষ্টিতে তাদের দেখতে পারে না। আজকের কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ জাতির চক্ষুশুল।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ছাত্রসমাজের ভূমিকায় ছাত্রসমাজের প্রধান কাজ ছিল লেখাপড়ার মাঝে সুনাগরিক ও উচ্চ শিক্ষিত হয়ে দেশ তথা জাতির মুক্তি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়া, কিন্তু আজকে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে দুর্নীতি বাস্তবায়নে ছাত্রসমাজ অস্ত্র নিয়ে দিশেহারা। আজকে অস্ত্রই তাদের কলম, রক্ত তাদের কালী, অসহায় মানব তাদের কাগজ, দুর্নীতি তাদের সিলেবাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভ্রান্ত রাজনৈতিকতা তাদের প্রশ্নপত্র।

দিশেহারা ছাত্রসমাজ হুজুগে মেতে উঠে নিজেদের মূল্যবান জীবন ধ্বংস করে চলছে। রাজনীতি এবং তার কর্মপদ্ধতি তাও তারা জানে না। শুধু নেতাজী বলছেন, এটাই রাজনীতি। পরীক্ষা আসলে নকল ছাড়া আর গতি নেই; যেহেতু মনে করেছিল বড়-বড় বক্তাদের উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতাগুলো লিখে দিবে কিন্তু তাতে তো তা নেই। অগত্যা নকল ছাড়া বিকল্প পথ নেই। আজকে আদর্শের আলোকে শিক্ষিত সমাজ, শিক্ষাগুরু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সকলকেই নবজীবন লাভ করতে হবে। তাহলেই কেবল দেশ আদর্শের আলোকে উদ্ভাসিত হবে। জাতি পাবে নবজীবনের দিশা ও নব বিপ্লবের মাঝে গৌরবের আসন।

—এ,এইচ, এম, ইউছুফ চৌধুরী।